গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা- আসাদুজ্জামান বাবলু

গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন হত্যা মামলার আসামিদের ফাঁসি দাবী করে গাংনী উপজেলা শহরে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল শনিবার (৪ জানুয়ারি) সন্ধ্যায় গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলুর নেতৃত্বে বিক্ষোভ মিছিলটি হাসপাতাল বাজার এলাকার দলীয় কার্যালয়ের সামনে থেকে শুরু হয়ে শহরের প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে বড়বাজার এলাকা ঘুরে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

সেখানে আয়োজিত প্রতিবাদ সমাবেশে বক্তব্য রাখেন, গাংনী উপজেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক আসাদুজ্জামান বাবলু। এসময় উপস্থিত ছিলেন, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সহ-সাধারণ সম্পাদক মফিজুল ইসলাম, গাংনী পৌর স্বেচ্ছাসেবক দলের সাবেক আহবায়ক শাজাহান সেলিম, মেহেরপুর জেলা ছাত্রদলের সাবেক সভাপতি নাজমুল হোসাইন, গাংনী পৌর জাসাসের সাধারণ সম্পাদক সুলেরী আলভী, যুবদল নেতা সাহিবুল ইসলামসহ বিএনপি’র অন্যান্য নেতা কর্মীরা

প্রতিবাদ সমাবেশে আসাদুজ্জামান বাবলু বলেন, গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর (বাঁশবাড়িয়া) ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে কুপিয়ে ও গলাকেটে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রত্যেকটা হত্যাকারীকে পুলিশ সনাক্ত ও তাদের গ্রেফতার করেছে। হত্যাকারীরা সবাই আওয়ামীলীগ থেকে বিএনপিতে অনুপ্রবেশকারী। আলমগীর হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি ছিল নিষিদ্ধ ঘোষিত ছাত্রলীগের গুন্ডা ও সাবেক মেয়র আহমেদ আলীর বডিগার্ড। ২ নং আসামি রবিউল ইসলাম বিপ্লব ছিল ছাত্রলীগের ক্যাডার এবং গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র যুবলীগ নেতা আশরাফুলের বডিগার্ড। এরা দুজনেই নিষিদ্ধ সন্ত্রাসী সংগঠণ পূর্ববাংলার সদস্য। এই সব অনুপ্রবেশকারীকে দলে ভিড়িয়ে বিএনপির সাধারণ কর্মীকে হত্যা করা হচ্ছে। যারা এইসব অনুপ্রবেশকারী সন্ত্রাসীদের দলে ভিড়িয়েছে তাদেরও দৃষ্টান্তমুলক শাস্তির দাবি করছি।

বাবলু আরও বলেন, যুবদল নেতা আলমগীর হোসেন একজন নিরীহ মানুষ।

তাকে শুধু দুই লক্ষ টাকার জন্য হত্যা করা হয়নি। এই হত্যাকান্ডের পেছনে অনেক রহস্য আছে। সেই রহস্য উদ্ঘাটনের জন্য পুলিশ ও র্যাবকে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। তিনি বলেন, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বারবার বলেছেন, আওয়ামীলীগ থেকে কোনো অনুপ্রবেশকারীর বিএনপিতে কোনো যায়গা হবেনা। তারেক রহমানের নির্দেশ মেনে চললে গাংনীর মাটিতে কোনো অনুপ্রবেশকারীর জায়গা হবেনা।

তিনি বলেন, জোড়পুকুরিয়া গ্রামের বিএনপি নেতা লাবলু হত্যা মামলার এক নম্বর আসামি বিস্কুট বর্তমান জেলা বিএনপির আহবায়ক মিল্টনের হাত ধরে বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেছেন। বিএনপিতে অনুপ্রবেশ করেই আবারও নতুন করে বিএনপির নেতাকর্মীদের উপর জুলুম, অত্যাচার, নির্যাতন শুরু করেছে। এর দাঁতভাঙ্গা জবাব দেওয়া হবে বলেও হুশিয়ারী দেন তিনি।

তিনি বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত সন্ত্রাসী সংগঠণ ছাত্রলীগের জন্মদিন পালন উপলক্ষে পিকনিকের নামে ভাটপাড়া ডিসি ইকোপার্কে সার ব্যবসায়ীদের ব্যানারে মিটিং মিছিল করতে চেয়েছিল। বিএনপির নেতাকর্মীরা সেটি বাঞ্চাল করে দিয়েছেন।
যুবদল নেতা আলমগীর হত্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এই হত্যার সাথে কেউ জড়িত থাকলে সে যতবড় শক্তিশালী হোক না কেনো তাদের গ্রেফতার করতে হবে।

গাংনীতে হত্যাকাণ্ড, ২ যুবদল নেতা বহিষ্কার

গাংনী পৌর যুবদলের ১ নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার অভিযোগে গ্রেফতার ৩ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলামকে তাদের দলীয় সকল পদ থেকে বহিস্কার করা হয়েছে।

আজ শনিবার (৪ জানুয়ারি) দুপুরে গাংনী পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম ও সদস্য সচিব এনামুল হক স্বাক্ষরিত এক জরুরি বিজ্ঞপ্তিতে

এই বহিস্কারাদেশ দেন।

বহিস্কারাদেশে বলা হয়েছে, ১ নং ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে পৌর যুবদলের নির্বাহী কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক রবিউল ইসলাম বিপ্লবকে ৪ নং ওয়ার্ড যুবদলের সাধারণ সম্পাদকের পদসহ দলীয় সকল পদ থেকে অব্যাহতি প্রদান করা হলো।

অব্যাহতি প্রদানের নোটিশ মেহেরপুর জেলা বিএনপির আহ্বায়ক কমিটি, মেহেরপুর জেলা যুবদলের সভাপতি/সম্পাদক ও সাংবাদিকদের সংগঠণ প্রেসক্লাবকে প্রদান করা হয়েছে।

এর আগে গাংনী পৌর যুবদলের এক নং ওয়ার্ডের সভাপতি আলমগীর হোসেনকে হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত থাকার অভিযোগে গত বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় রবিউল ইসলাম বিপ্লব, এক নম্বর ওয়ার্ড (বাঁশবাড়িয়া) যুবদলের সাবেক সভাপতি মফিকুল ইসলাম ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনকে তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় র্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র্যাব-১২) সিপিসি-৩, মেহেরপুর ক্যাম্পের সদস্যরা গ্রেফতার করেন। গতকাল শুক্রবার তাকে আদালতে নিলে তাকে জেল হাজতে প্রেরণের নির্দেশ দেন আদালত।

উল্লেখ্য, গত ২ জানুয়ারি দিবাগত রাতে গাংনী উপজেলার বাঁশবাড়িয়া গ্রামের উত্তরপাড়া এলাকার মঈন উদ্দীনের ছেলে এক নম্বর ওয়ার্ড যুবদলের সভাপতি আলমগীর হোসেন(৩৮) কে গলাকেটে হত্যা করে সহড়াবাড়িয়া ইছাখালি মাঠের একটি গাছের নিচে ফেলে রাখে।

নিহত আলমগীর হোসেনের কাছে একই গ্রামের সাবেক যুবদল সভাপতি মোঃ মফিকুল ইসলামের ২ লক্ষ টাকা পাওনা ছিল। প্রায় ৪ বছর আগে আলমগীর হোসেন ঘাতক মফিকুলের কাছ থেকে এই টাকা ধার নেন। নিহত আলমগীর হোসেন প্রায় দেড় বছর আগে সংযুক্ত আরব আমিরাতে (দুবাই) চলে যান। প্রায় ২ মাস পূর্বে ভিকটিম দেশে ফেরত আসেন। এই পাওনা টাকার প্রতিশোধ নিতেই মফিকুল ইসলাম তার বন্ধু যুবদল নেতা রবিউল ইসলাম বিপ্লব ও কোদাইলকাটি গ্রামের আলমগীর হোসেনসহ কয়েকজন মিলে তাকে টাকা ধার দেওয়ার নাম করে সহড়বাড়িয়া-কামারখালি মাঠের মধ্যে নিয়ে কুিেপেয় ও জবাই করে হত্যা করে।

এঘটনায় নিহতের পিতা মইন উদ্দীন বাদি হয়ে অজ্ঞাত ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেছে।

মেহেরপুরে যুবদল নেতা হত্যার জড়িতদের গ্রেপ্তারের ২৪ ঘণ্টার আল্টিমেটাম

২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা হত্যার ক্লু উদ্ধার ও আসামিদের গ্রেফতারের দাবি জানিয়ে বিক্ষোভ ও প্রতিবাদ সমাবেশ করেছে বিএনপি ও যুবদল।

বৃহস্পতিবার দুপুরের দিকে গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জালিয়ে এই সমাবেশ করেন তারা।
এসময় কিছুক্ষণের জন্য মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাউছার আলীর সঞ্চালনায় এসময় বক্তব্য রাখেন, জেলা বিএনপির সাবেক যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুল আওয়াল, গাংনী উপজেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল হক, জেলা যুবদলের সিনিয়র সহসভাপতি আব্দাল হক, গাংনী পৌর বিএনপির সাধারণ সম্পাদক মকবুল হোসেন মেঘলা।
এছাড়াও পৌর যুবদলের আহবায়ক সাইদুল ইসলাম, সদস্য সচীব এনামুল হক, যুবদল নেতা আব্দুল গাফফারসহ বিএনপি, যুবদল, ছাত্রদলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তরা বলেন, আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে যুবদল নেতা আলমগীর হোসেনের হত্যার ক্লু উদ্ধার ও ঘাতকদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনতে হবে। যুবদলের নেতা হত্যার সাথে জড়িতদের গ্রেফতারে ২৪ ঘন্টা পার হলে বিএনপি ও যুবদলের নেতাকর্মীরা ঘাতকদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করবে।

এসময় মেহেরপুর-কুষ্টিয়া আঞ্চলিক মহাসড়কের গাংনী উপজেলা শহরের বড়বাজার এলাকায় টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ করেন তারা। এর আগে জেলা বিএনপির আহবায়ক জাভেদ মাসুদ মিল্টন নিহত যুবদল নেতার মরদেহ দেখে একই দাবী জানান।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে গাংনী পৌর যুবদলের এক নম্বর বাঁশবাড়িয়া ওয়ার্ড যুবদল সভাপতি আলমগীর হোসেনের গলাকাটা লাশ উদ্ধার করে পুলিশ। এরপরপরই এই কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও যুবদল।

সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে বৈঠকে সেনাপ্রধান

দেশের বর্তমান সংকট নিরসনে সব রাজনৈতিক দলের নেতাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেছেন সেনাপ্রধান জেনারেল ওয়াকার-উজ-জামান।

এর আগে সোমবার (৫ আগস্ট) আন্তঃবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর (আইএসপিআর) এক বিবৃতিতে জানায়, দুপুর ২টায় জাতির উদ্দেশে বক্তব্য রাখবেন সেনাপ্রধান। পরে দুই ঘণ্টা পিছিয়ে বিকেল ৪ টায় সেনাপ্রধান বক্তব্য রাখবেন বলে জানানো হয়।

জানা গেছে, এ বৈঠক চলছে সেনা সদর দপ্তরে। বৈঠকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক আসিফ নজরুল, জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো চেয়ারম্যান আনিসুল ইসলাম মাহমুদ ও দলটির মহাসচিব মুজিবুল হক চুন্নু সেনাপ্রধানের ডাক পেয়েছেন।

বৈঠকে বিএনপি ও জামায়াতের ইসলামীর নেতারা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া গণসংহতি আন্দোলনের প্রধান সমন্বয়ক জোনায়েদ সাকি বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।

এর আগে দুপুরের দিকে দেশ ছাড়েন শেখ হাসিনা। এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে ভারতের সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি।

বার্তা সংস্থা এ এফপি জানিয়েছে, দুপুর আড়াইটায় বঙ্গভবন থেকে একটি সামরিক হেলিকপ্টারে শেখ হাসিনা উড্ডয়ন করেন। এ সময় তার ছোট বোন শেখ রেহানা সঙ্গে ছিলেন।

শেখ হাসিনা ও তার ছোট বোন শেখ রেহানা নিরাপদ স্থানে চলে গেছেন। শেখ হাসিনা যাওয়ার আগে একটি ভাষণ রেকর্ড করে যেতে চেয়েছিলেন। তিনি সে সুযোগ পাননি।

প্রতিবেদনে আরও বলা হয়, তারা হেলিকপ্টারে ভারতের পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে রওনা দিয়েছেন।

সূত্র: কালবেলা

মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা জিয়া উদ্দিন বিশ্বাস জেলে

নির্বাচন পরবর্তি সহিংসতা মামলায় মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসকে কারাগারে পাঠিয়েছেন আদালত।

আজ বুধবার মুজিবনগরের সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট মো: জাহদুর রহমানের আদালতে জামিন আবেদন করে আত্মসমর্পণ করলে আদালত জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

জিয়া উদ্দিন বিশ্বাসের আইনজীবী মিয়াজান আলী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, গত সোমবার রাতে নৌকার সমর্থকরা আনন্দ মিছিলকে করে স্বতন্ত্র প্রার্থীর কর্মী মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান ও জেলা আওয়ামী লীগের সহসভাপতি জিয়া উদ্দিনবিশ্বাসের বাড়ির সামনে গিয়ে উস্কানিমূলক শ্লোগান দেয়। এসময় উভয় পক্ষের কর্মিদের সাথে সংঘর্ষ সৃষ্টি হলে এতে উভয় পক্ষের ২১ জন কর্মি সমর্থক আহত হয়। পরে মুজিবনগর থানা পুলিশ গিয়ে সেখানা ফাকা ৮ রাউন্ড গুলি ছুড়ে দু- পক্ষকে ছত্রভঙ্গ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনায় নৌকার সমর্থক আলতাফ হোসেন বাদি হয়ে মুজিবনগর থানায় জেলা আওয়ামী লীগের সহ সভাপতি ও উপজেলা চেয়ারম্যান জিয়া উদ্দীন বিশ্বাসকে প্রধান আসামী করে ২৫ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর মঙ্গলবার সকালে মুজিবনগর থানা পুলিশ এজাহারনামীয় তিন আসামিকে আটক করে।

আটককৃতরা হলেন, স্বতন্ত্র প্রার্থীর সমর্থক জয়পুর গ্রামের চলমান মেম্বার সাকার উদ্দিনের ছেলে রমজান আলী(৫৫), আনন্দবাস গ্রামের শহীদ বিশ্বাসের ছেলে রানা বিশ্বাস(৪০) ও রুহুল আমিনের ছেলে মামুন(৪০)।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি মোমিন চৌধুরী মারা গেছেন

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির সভাপতি প্রবীণ আওয়ামী লীগ নেতা মোমিন চৌধুরী মারা গেছেন (ইন্না লিল্লাহী ওয়া ইন্না ইলাহি রাজিউন)।

মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২.৪৫ মিনিটের সময় মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি।

আজ বুধবার বাদ আছর ভবেরপাড়া ঈদগাহ ময়দানে নামাজে জানাযা শেষে কবরস্থানে দাফন করা হবে বলে তার ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে গতকাল মঙ্গলবার সকালে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে। এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।তিনি মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী

লীগের সভাপতির দায়িত্বও পালন করেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন, মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। তার মৃত্যুতে আমরা হারালাম একজন বর্ষিয়াণ নেতা, রাজনৈতিক অভিভাবক। তার শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি।

তার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করছেন মেহেরপুরের সাবেক সংসদ সদস্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় কমটির সাবেক সভাপতি প্রফেসর আবদুল মান্নান ।

মুজিবনগর সংগ্রাম কমিটির নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ

ঐতিহাসিক মুজিবনগর সরকারের অন্যতম নেতা, বঙ্গবন্ধুর হাতে গড়া সংগ্রাম কমিটির বাগোয়ান ইউনিয়নের আহবায়ক প্রবীণ আওয়ামীলীগ নেতা মোমিন চৌধুরী অসুস্থ হয়ে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

তার কিডনীতে পাথর ও বার্ধক্যজনিত কারণে আজ মঙ্গলবার দুপুরের দিকে তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে পরিবারের লোকজন মোমিন চৌধুরীকে মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করেন। বর্তমানে তিনি হাসপাতালের আইসিইউতে রয়েছেন।

মোমিন চোধুরীর ছেলে ইতালি প্রবাসী মো: সোলাইমান চৌধুরী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি তার পিতার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছে দোয়া চেয়েছেন।

উল্লেখ্য, মোমিন চৌধুরী বঙ্গবন্ধুর ডাকে পাড়ায় পাড়ায় সংগ্রাম কমিটি গঠণ করে ঘরে ঘরে দূর্গ গড়ে তোলার আহবানে সাড়া দিয়ে তৎকালিন সময়ে বাগোয়ান ইউনিয়ন কমিটি গঠণ করেছিলেন। তার নেতৃত্বে গঠিত সংগ্রাম এলাকায় পাক বিরোধী একটি শক্তিশালী প্রতিরোধ বাহিনী গড়ে ওঠে।

এছাড়া ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল ঐতিহাসিক মুজিবনগর বিপ্লবী সরকার গঠণে স্থানীয় নেতা হিসেবে মোমিন চৌধুরীর ভূমিকা ও সাংগাঠনিক দক্ষতা তাকে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। মোমিন চৌধুরী দীর্ঘদিন যাবৎ মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সহসভাপতি হিসেবে দায়ীত্ব পালন করে আসছেন।

মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক এমএ খালেক বলেন মোমিন চৌধুরী রাজনৈতিক অঙ্গণে একজন বর্ষিয়ান নেতা। বার্ধক্য জনিত কারণে তিনি এখন মেহেরপুর ২৫০ শয্যার জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন। তার আশু রোগ মুক্তির জন্য সকলের কাছেই দোয়া কামনা করেন।